দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 29/6/82 ...
পৃষ্ঠা ... 6 কলাম 7 ...

029

কিন্ডারগার্টেনে শিক্ষা

প্রিয় সম্পাদিকা আপা,
তসলিম।

গত ১৮ই মে আপনার সম্পাদিত মহিলা মহলে 'কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা' নামক নিবন্ধটি পড়ে আমি খুব খুশী হয়েছি। এটি একটি সময়োপযোগী লেখা। এজন্যে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ শিক্ষা সম্পর্কে আমার নিজেরও কিছু বক্তব্য রয়েছে।

আমার ছেলেটি ধানমন্ডিতে একটি বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। তাদের ক্লাস শুরু হয় সকাল আটটায় এবং ছুটি হয় বেলা সাড়ে দশটায়। এ সময়টুকু যদিও মাত্র আড়াই ঘন্টার, তাই বাচ্চাদের জন্য কোন টিফিনের অবসর দেয়া হয় না। এমনিতেই বাচ্চারা সকালে ঘুম থেকে উঠে কিছু মুখে দিতে চায় না। তখন জোর করে সামান্য কিছু খাইয়ে নিয়ে যাই। তারপর বেলা বাড়লে তারা ক্ষিধেয় অস্থির হয় ঠিকই, কিন্তু টিফিন করার অবসর পায় না।

স্কুলটির মর্নিং শিফট হয় নার্সারী থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত। বেলা ১১টা থেকে চারটা পর্যন্ত হয় উচ্চ শ্রেনীগুলো। স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী কিন্তু মর্নিং শিফটে একদিনও আসেন না। তিনি এসে শিক্ষয়িত্রীদের পড়ানো পর্যবেক্ষণ করতেও যদি না পারেন, তাহলে কেন প্রধান শিক্ষয়িত্রী হলেন? নার্সারী ক্লাসের শিক্ষয়িত্রীদের ব্যবহার অসম্ভব রকম তিক্ত। অন্যান্য ক্লাসে পড়াশুনা করানো হয় যেন ব্যয়োনিক পদ্ধতিতে। টিভি সিরিজের অনুকরণ কি এখনকার শিক্ষকরা গ্রহণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, স্কুলটিতে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয় ফেব্রুয়ারী থেকে। এর মধ্যে মার্চ ও মে মাসের ছুটি এবং অন্যান্য ছুটি মিলিয়ে স্কুল প্রায় এক মাসেরও বেশী সময় বন্ধ থাকে। অথচ এর মধ্যে তাদের প্রশ্নমালা ১২ পর্যন্ত অংক শেষ। এই বায়োনিক পদ্ধতি হচ্ছে ঃ শিক্ষয়িত্রী মাঝে মাঝে ছাত্রছাত্রীদের বোর্ডে অংক করান, খাতায় করান, বাড়ী থেকে করে আনতে বলেন। তবে নিজে শেখান না, বরং বাড়ি থেকে শিখে আসতে বলেন। এই অংকগুলো থেকে আবার পরীক্ষাও হয়েছে। এই শিক্ষয়িত্রী ছাত্রছাত্রীদের অংক শেখান না ছাত্রছাত্রীদের অংকের জ্ঞান পরীক্ষা করেন—এটাই এখন প্রশ্ন।

তৃতীয় শ্রেণীর জন্য বোর্ড যে বই নির্ধারিত করে দিয়েছে, সে বইগুলোও খুব সুন্দর। এর মাধ্যমে শিশুরা লেখা শিখবে, পড়াও শিখতে পারবে। কেননা, শব্দ ও বাক্য খুব সরল ও সহজ। কিন্তু এই স্কুলে এখনও বই দুটো পড়ানো হয়নি। স্কুল কর্তৃপক্ষের নির্ধারণ করা বই 'র‍্যাডিয়েন্ট ওয়ে' ও 'ফান্ডামেন্টাল ইংলিশ' নামক দুটি বই কিন্তু জোরে শোরে পড়ানো হচ্ছে। শিক্ষয়িত্রী নিজেই প্রশ্ন ও উত্তর লিখে দেন। এ বই দুটো অবশ্য লন্ডনের একটি কোম্পানী থেকে প্রকাশিত। এ বই দুটো পড়ানোর কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। ঢাকা শহরের অনেক কিন্ডারগার্টেনে এ বই দুটো পড়ানো হয়। এ বইটার ২০-২৫ লাইনের কবিতাগুলো মুখস্থ করতে শিশুরা ক্লান্ত হয়, কিন্তু মুখস্থ হয় না। তারপর প্রশ্নোত্তর শিখতে হয় প্রতিটি গল্পের প্রায় দশটা করে। এছাড়া অর্থ, বানান, ডিকটেশন পর্যন্ত শিখতে হয়। 'ফান্ডামেন্টাল ইংলিশ' বইটি থেকে বাক্য গঠন, শব্দ গঠন ও ব্যাকরণ শেখানো হয়।

এগুলো ছাড়াও ইংরেজী রচনা, গ্রামার, ট্রানস্লেশন শেখানো হয়।

তৃতীয় শ্রেনীর বাচ্চাদের অল্প বয়সে এতো ইংরেজী শেখানোর কোন যুক্তি আছে কি? সরকারী ও আমাদের গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোতে এতো ইংরেজী পড়ানো হয় না। তবুও তারা ভালো ইংরেজী শেখে কি করে?! তারাও তো ম্যাট্রিক পাস করে।

বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে আমার অভিযোগ, বইগুলোর বাঁধাই এতো খারাপ কেন? কাগজও এদেশে ভালো পাওয়া যায় না? বানান ভুল, অস্পষ্ট শব্দ ও সংখ্যা থাকে প্রচুর। আর বাংলাদেশে কি ভালো শিল্পী নেই?! তাহলে তৃতীয় শ্রেণীর আঁকা ছবি কেন বাচ্চাদের বইয়ে স্থান পায়? কেনই বা ছবিগুলো রঙীন হবে না?! শিশুদের কাছে বইয়ের ছবিগুলো পাঠ্য বস্তুর চেয়ে বেশী আকর্ষণীয় এটা কি তারা জানেন না? দেখা যায় অনেক সময় বাংলা বা অংক বই ছিঁড়ে যায়। কখনও হারিয়ে যায়। তখন সেই একটা বা দুটো বইয়ের জন্য পুরো সেট কিনতে হবে। এটা কোন যুক্তি?! আর ডাকঘরে তো বছরে একবার বই দেয়া হয়। বাকী সময় কি কালোবাজারে কিনতে হবে? নাকি বইয়ের অভাবে পড়া বন্ধ রাখতে হবে?

আমার সর্বশেষ বক্তব্য। হলো, সম্প্রতি একটি দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পেলাম, বর্তমান সরকার কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে তদন্ত করছেন। আমার বিশেষ অনুরোধ বর্তমানে দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন করা হোক। দেশের সব স্কুলের জন্য একই ধরনের সিলেবাস ও পাঠ্যবই চালু করা হোক। বিশেষ প্রাথমিক শিক্ষাও সুবিন্যস্ত হওয়া দরকার। একেবারে নার্সারী ক্লাসে ইংরেজী শেখানো বন্ধ করা হোক, অন্ততঃপক্ষে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণী থেকে যেন ইংরেজী শেখানো হয়। জীবনের প্রথম শিক্ষালাভ করতে গিয়ে আমাদের শিশুরা যেন একমাত্র মাতৃভাষার সাথে পরিচিত হয়।

—নাহার বানু

আপনাদের চিঠি